যুগান্তর

তারিখ ... 3 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ৪ ...

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভার্সিটিতে ছাত্রলীগ কর্মীদের তাণ্ডব

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববার রাত সাড়ে ৭টায় ছাত্রলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মহসিনের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মাইক্রোবাস, ভিসি,এ রেজিস্ট্রারের অফিসসহ প্রশাসনিক ভবনের দরজা, জানালা এবং আসবাবপত্র এলোপাতাড়ি ভাঙ্চুর করে। এতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৫ লাখ টাকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একমাত্র পরিবহন মাইক্রোটি মহসিন ও তার বন্ধুদের নিয়ে মাইজদীতে ভ্রমণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়ে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে এ তাণ্ডব চালায়। রাতে কর্তৃপক্ষ থানাকে সংবাদ দেয়। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। থানা সূত্র, প্রশাসন ও ছাত্ররা জানায়, মহসিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দায়িত্বে রয়েছে। সন্ধ্যার পর মহসিনসহ কয়েকজন ছাত্রলীগের কর্মী ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আনিছুর জামানের কাছে শিক্ষকদের বহনকারী একমাত্র মাইক্রোবাসটি মাইজদীতে ভ্রমণের জন্য দিতে চাপ সৃষ্টি করে। শিক্ষকরা মহসিনকে গাড়ি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। মহসিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ক্ষিপ্ত হয়ে মাইক্রোবাস, ভিসি ও রেজিস্ট্রার অফিসসহ প্রশাসনিক ভবনের দরজা, জানালা, আসবাবপত্র এলোপাতাড়ি ব্যাপক ভাঙ্চুর করে প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি করে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর বাদী হয়ে ছাত্র মহসিন, নুরুল আমিন, সক্রিব, ত্রিপাটি, শিহাব, সুমন, আমির হাসান, বিনয়, বাপ্পসহ ৮ জন এবং অজ্ঞাতনামা ১৫-২০ জনকে আসামি করে সুধারাম মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। ছাত্রলীগের কর্মী মহসিন ঘটনাটি অস্বীকার করে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, রোববার দুপুরে মাইজদীতে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী চলাচালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সক্রিবকে ছাত্রদলের কর্মীরা মারধর করে গুরুতর আহত করে। তাকে মাইজদী ওডহিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার জন্য শিক্ষকদের মাইক্রোবাসটি দেয়ার জন্য একাধিকবার বলার পরও রাজি হয়নি। এদিকে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর মোঃ আনিছুর জামান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে যুগান্তরকে জানান, মহসিনসহ অপর আসামিরা মাইজদী শহরে ভ্রমণের জন্য শিক্ষকদের পরিবহন মাইক্রোবাসটি দেয়ার জন্য রোববার সন্ধ্যার পর থেকে চাপ সৃষ্টি করে আসছে। তাদের মাইক্রোবাসটি দেয়ার অসম্মতি জানালে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে এ ঘটনা ঘটায়। এ নিয়ে সোমবার বিকাল ২টা থেকে ভিসির সভাপতিত্বে প্রশাসনিক ভবনে জরুরি বৈঠক বসে। অপরদিকে ভিসি প্রফেসর একেএম সাইদুল হক চৌধুরী জানান, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।